চর গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (সিডিআরসি)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে যত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে দারিদ্র বিমোচনই প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে এবং সেই অনুযায়ীই দারিদ্র বিমোচনের জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখনও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্র প্রকট আকারে বিরাজমান। ফলে এই চরম দরিদ্র এলাকাগুলো চিহ্নিত করে এই বিষয়ে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তির বিস্তার ও উদ্ভাবন করার জন্য মনোযোগী হতে হবে। যমুনা, তিস্তা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রসহ বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী প্রত্যন্ত চরাঞ্চল চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার যমুনা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা নদীসমূহের প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে এবং চর জীবিকায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে এবং ৩১/০১/২০১০ তারিখে এর ১ম পর্যায় শেষ হয়। প্রথম পর্যায়ের জেলাগূলো ছিল কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ। এ পর্যায়ে উল্লেখিত জেলাসমূহের ২৮টি উপজেলার ১৪৯ টি ইউনিয়নে কাজ করে। বর্তমানে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি- ২য় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এর আওতায় যমুনা, তিস্তা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্ববর্তী আটটি জেলার (কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল) ৩৩টি উপজেলার ১২০টি চর ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি পুরোপুরি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচি। প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক এবং জীবন-যাপনের মান উন্নয়ন করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। চর জীবকায়ন কর্মসুচির মূল লক্ষ্য ১০ লক্ষ হতদরিদ্র চরবাসীর দারিদ্র হ্রাস ও জীবনমানের উন্নয়ন।

এই লক্ষ্যে **সিএলপি-১** এ মোট ৫৮৫ কোটি ৮৫.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ৯০,৬৮৪ টি বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে; ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবার চার পর্বে সম্পদ পেয়েছেন; এছাড়া খাদ্য, সম্পদ অর্জন এবং সামাজিক ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের মাধ্যমে মহিলা ও বালিকারা মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে এবং সামাজিক অবিচার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সিএলপি-২ এর আওতায় এপ্রিল ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ সাল নাগাদ ৮৫,০০০ বসতভিটা উঁচুকরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯,৬৫৪ টি বসতভিটা উঁচুকরণ করা সম্ভব হয়েছে। ৬৭,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারকে সম্পদ হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্র ধরা হয়েছে। প্রতিটি দরিদ্র পরিবার ১৬,০০০ টাকার সম্পদ পাবে গরু/ছাগল/পোল্ট্রী, এছাড়া প্রতিপরিবার আরো আঠারো মাস ৬০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবে। ইতিমধ্যে ২৮,৩৭১টি অতি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সম্পদ হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছে। বসতভিটার সবজি বাগান তৈরি প্রকল্পে ২০১,০০০ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধরে এ পর্যন্ত ৬৬,৪১৫ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া গবাদি পশু পালনে ৪৬৯,০০০ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ১২৮,০৯৬ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচি এলাকাভুক্ত নদী ভাঙ্গনের কারণে বসতবাটি স্থানান্তরের সুবিধার্থে এ যাবত ১২৮০১ টি পরিবারের মধ্যে মোট ৪২,৪২৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পোষাক প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরীতে কর্মসংস্থানের আওতায় ১৫০০ যুবক (৫০% যুবক ও ৫০% মহিলা) দশ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৯০০ জনকে কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিএলপি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ১৫০টি অনানুষ্ঠানিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে।

সিএলপি চরাঞ্চলে পরীক্ষামূলক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১০টি আইএমও'র মাধ্যমে ১৫টি উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্বস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় এর একটি যুগান্তকারী প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে ২৪,০০০ স্যাটালাইট ক্লিনিক স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০,০৯৭ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। ক্লিনিকে আগত রোগীর লক্ষ্যমাত্র ১,২০০,০০০ ধরা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৫২০,৫২৬ জনকে সেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বত্রই এ কর্মসূচির সফলতা সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকারের সকল লাইন ডিপার্টমেন্টগুলোর সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচির কার্যক্রম স্থায়ীভাবে ফলপ্রসু হচ্ছে। এ কর্মসূচীটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে বাস্তবায়ীত হচ্ছে। তাই প্রকল্পটির মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর কার্যক্রমটির ধারাবাহিকতা ধরে রাখা দায়িত্ব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উপরই বর্তায়। সিএলপি কর্মসূচীটি সমাপ্ত হওয়ার পর কার্যক্রমটি ধরে রাখা ও পরিবীক্ষণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে এই মর্মে Inception Report on CLP–র প্রথম পর্যায়েই তা উল্লেখ করা হয়েছিল। যার ধারাবাহিতকায় প্রথম পর্যায়ে আরডিএ, বগুড়া'র ০৬ (ছয়) জন অনুষদ সদস্যকে দুই বছর মেয়াদে সিএলপির বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা হয়। যাদের মধ্যে দুই জন অনুষদ সদস্য CLP-র অর্থায়নে যুক্তরাজ্য হতে মাষ্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়েও এ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি-২)'' ২য় পর্যায় প্রকল্প যাচাই কমিটির ১২/০৫/২০১১ তারিখের সভায় ডিএফআইডি'র মতামত বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে সর্ব সম্মতিক্রমে **''প্রকল্পটির কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর এর যাবতীয় কার্যক্রম আরডিএ, বগুড়ার তত্ত্বাবধানে পরিচালনার জন্য ন্যস্ত করতে হবে''** মর্মে সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে চর এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য চরাঞ্চলে ও অন্যান্য দারিদ্রপীড়িত এলাকায় কাজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সিএলপি- ১ ও ২ এর আওতাভূক্ত বেশ কিছু এলাকায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ইতোমধ্যে নানামুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। কাজেই, চর এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ''Chars Research and Development Center (CDRC)'' শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেল খোলার প্রস্তাব করা হলো। যেখানে সরকারের আর্থিক কোন সংশ্লিষ্ট থাকবে না। মূলতঃ এ সেন্টারটি তার নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হবে।

ডিএফআইডি এবং জিওবির অর্থায়নে বাস্তবায়িত সিএলপি কর্মসূচী সমাপ্ত হওয়ার পর এর যাবতীয় কার্যক্রম আরডিএ, বগুড়ার তত্ত্বাবধানে পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া চর এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য চরাঞ্চলে ও অন্যান্য দারিদ্রপীড়িত এলাকায় একাডেমীর অনুষদ সদস্যদের কাজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সিএলপি- ১ ও ২ এর আওতাভূক্ত বেশ কিছু এলাকায় ইতোমধ্যে নানামুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। কাজেই, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ, ধারাবাহিকতা রক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে আরো গতিশীল ও কার্যকর করা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একাডেমীতে "চর উন্নয়ন ও গবেষণা সেন্টার (CDRC)" সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও বিওজি সেন্টারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ৩৩ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামোও অনুমোদন করে।

উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ

- বাংলাদেশের চরাঞ্চলে বসবাসরত জনগনের আর্থ-সামাজিক এবং জীবন যাপনের মান উন্নয়ন করা;
- চর এলাকায় বসবাসরত অতি দরিদ্র জনগণের দারিদ্রতাকে কমিয়ে আনা;
- চর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র লোকদের জীবিকায়ন সক্ষম করে তোলা এবং স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করা;
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সেবার মাধ্যমে চর এলাকায় বসবাসকারীদের দারিদ্রজনিত অরক্ষিত অবস্থা হ্রাসকরণ;
- নতুন পন্থা/ উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন/উন্মোচন করা যা সৃষ্টিশীল এবং যার দ্বারা চর এলাকায় বসবাসরত জনগন উক্ত পথ অবলম্বন করে তাদের জীবন যাত্রা সচল রাখতে সক্ষম হবে;
- 'আরডিএ ক্রেডিট শিরোনামে ব্যতিক্রমধর্মী ঋণ কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে 'আরডিএ ক্রেডিট সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চর উন্নয়ন তথা প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা;
- সরকারী বাজেটের উপর আরডিএ' র নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ;
- চরাঞ্চল তথা প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়ন অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- সরকারী/বেসরকারী/আর্ন্তজাতিক সংস্থার অর্থে পরিচালিত চরাঞ্চল উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

"Chars Research and Development Center (CDRC)" এর আয়ের উৎসঃ

- চরাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সঠিকভাবে বাজার উন্নয়ন এবং তার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমের অর্জিত লাভের উপর সার্ভিস চার্জ বাবদ;
- চরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সেবা যেমনঃ গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও চিকিৎসা, চরবাসীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ইত্যাদি সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রহীত সার্ভিস চার্জ;
- আরডিএ-ক্রেডিট কার্যক্রমের সার্ভিস চার্জ;
- অন্য সংস্থা কর্তৃক দেয় সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কাজ এবং মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য জমাকৃত অর্থের বিপরীতে আদায়কৃত ৩০% কনসালটেন্সি চার্জ;
- কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স বা অন্য কোন পরিচালনা হতে প্রাপ্ত অর্থ;
- সরকারী/বেসরকারী/আন্তজাতিক সংস্থার অর্থে পরিচালিত প্রকল্পের অর্থ।